দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 28 JUN 2008

উচ্চ মাধ্যমিকের ক্লাস ৯ আগস্ট শুরু, বিলম্ব ফি দিয়ে ভর্তির শেষ তারিখ ১৭ আগস্ট

স্টাফ রিপোর্টার ॥ এ বছর মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের উচ্চ মাধ্যমিকের ক্লাস আগামী ৯ আগস্ট শুরু হচ্ছে। বিলম্ব ফী ছাড়া ভর্তির শেষ তারিখ ৭ আগস্ট। বিলম্ব ফী দিয়ে ১৭ আগস্ট পর্যন্ত ভর্তি হওয়া যাবে। নির্ধারিত সময়সীমার পরে আর কোন ছাত্রছাত্রীকে কোন কলেজ কর্তৃপক্ষ চাইলেও ভর্তি করতে পারবে না। গত সপ্তাহে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এসএসসির ফলের ভিত্তিতে এইচএসসিতে ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু হওয়ায় এ বছর এই ভর্তি প্রক্রিয়া নিয়ে কোচিং বাণিজ্য আর চলছে না। এই প্রক্রিয়ায় আগামীতে উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি পরীক্ষার পরিবর্তে ফলের ভিত্তিতে ভর্তির ব্যবস্থা নেয়া হতে পারে বলে মন্ত্রণালয় সূত্রে আভাস পাওয়া গেছে। উচ্চ মাধ্যমিকে ভর্তির এই নতুন নীতিমালায় শিক্ষার্থীদের পাঠাধিকারের সুষম সুযোগ সৃষ্টির কথা বলা হয়েছে। কিন্তু সরকারী এই বক্তব্যের সঙ্গে দেশের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদদের স্পষ্ট মতবিরোধ রয়েছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রণীত উচ্চ মাধ্যমিক ভর্তি নীতিমালায় বলা হয়েছে, এসএসসির ফল প্রকাশের পর থেকেই কলেজগুলো ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু করতে পারবে। তবে ভর্তি যখন থেকেই শুরু করা হোক, বিলম্ব ফী ছাড়া ৭ আগস্ট পর্যন্ত ভর্তি করা যাবে। বিলম্ব ফী দিয়ে ১৭ আগস্ট পর্যন্ত ভর্তি করা যাবে। ভর্তির নীতিমালাসংক্রান্ত এক বৈঠকে গত ২৪ জুন এ ব্যাপারে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। ২৫ জুন উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে ভর্তির নীতিমালা হিসাবে সার্কুলার জারি করে। অবশ্য নতুন এই নীতিমালায় এবার উচ্চ মাধ্যমিকে ভর্তির ক্ষেত্রে রেমিট্যান্স প্রদানকারী নাগরিকদের সন্তানদের জন্য কোটা সংরক্ষিত রয়েছে। তবে এ ব্যাপারে বৈদেশিক মন্ত্রণালয় থেকে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সংরক্ষণ করতে হবে। গত দু'বছর ধরে উচ্চ মাধ্যমিকে ভর্তির ক্ষেত্রে কোচিং ব্যবসা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় দেশের উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির ক্ষেত্রে এই নিয়ম অনুসরণের চিন্তা করা হচ্ছে। শিক্ষা উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. হোসেন জিল্লুর রহমান এসএসসির ফল ঘোষণার সময় এ কথা জানান। নতুন নীতিমালায় শিক্ষার্থীদের সুষম পাঠদানের বিষয়ে দেশের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদরা মন্ত্রণালয়ের শুভ চিন্তাকে অলীক দাবি করে বলেছেন— শিক্ষা ব্যবস্থা, শিক্ষা নীতি-কাঠামোতে বৈষম্য রেখে শিক্ষার্থীদের সুষম পাঠদানের চিন্তা অলীক।

ভর্তি প্রক্রিয়ায় কোচিং বাণিজ্য চলবে না!

সারাদেশে সাতটি সাধারণ শিক্ষা বোর্ড, একটি মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড এবং কারিগরি শিক্ষা বোর্ডসহ মোট ৯ টি শিক্ষা বোর্ডে এ বছর পাসের হার বেড়েছে। সেই বিবেচনায়

(১২- পৃষ্ঠা ২-এর কঃ দেখুন)

উচ্চ মাধ্যমিকের

(১২-এর পাতার পর)

আসন সংখ্যার প্রয়োজনও বেড়েছে। সার্বিক বিবেচনায় এবারের এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা প্রায় সাত লাখ। দেশে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের আসন সংখ্যা রয়েছে সাড়ে চার লাখ। সেই বিবেচনায় প্রায় আড়াই লাখ ছাত্রছাত্রীর ভর্তির আসন সংকুলান হওয়ার কথা নয়। কিন্তু উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে ভর্তি না হয়ে অনেক শিক্ষার্থী ডিপ্লোমা প্রকৌশল, সার্ভে (ভূমি জরিপ), প্যারা মেডিক্যাল, টেক্সটাইল (ডিপ্লোমা), নার্সিংসহ বিভিন্ন কর্মমুখী শিক্ষা ক্ষেত্রে ভর্তি হয়ে খুব তাড়াতাড়ি কর্মজীবনে প্রবেশ করার পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে। সে কারণে সাড়ে চার লাখ আসনের বিপরীতে উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা সাত লাখ হলেও কার্যত আসন সঙ্কট খুব একটা হবে না। তবে দেশে ভাল কলেজগুলোর আসনসংখ্যা সীমিত হওয়ায় প্রায় ৪২ হাজার জিপিএ-৫ প্রাপ্ত মেধাবী ছাত্রছাত্রী ভাল প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পাবে না। সেক্ষেত্রে তাদের জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ের প্রথম সারির কলেজগুলোতে ভর্তি হতে হবে। এ ব্যাপারে মন্ত্রণালয়ের নীতিমালায়ও যথেষ্ট সুযোগ রাখা হয়েছে। নীতিমালায় বলা হয়, প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য বিভাগীয় এবং জেলা পর্যায়ে ১০ শতাংশ আসন সংরক্ষিত থাকবে।

এবারের উচ্চ মাধ্যমিকে ভর্তির নীতিমালায় বলা হয়েছে, মেধা ও যোগ্যতারভিত্তিতে শিক্ষার্থীদের পাঠাধিকারের সুষম সুযোগ সৃষ্ট করাই এই নীতিমালার অন্যতম লক্ষ্য। এই প্রসঙ্গে দেশের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদদের সঙ্গে কথা বললে তাঁরা বলেন বিরাজমান কাঠামো পদ্ধতি বহাল রেখে শিক্ষার্থীদের সুষম পাঠদানের বিষয়টি এক ধরনের তামাশা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শিক্ষক নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, উচিত কথা আমাদের কারুরই ভাল লাগে না। দুঃখজনক হলেও সত্য, স্বাধীনতার ৩৭ বছরেও আমাদের একটা বৈষম্যহীন শিক্ষানীতি নেই। শিক্ষানীতিতেই যেখানে বৈষম্য রাখা হয়েছে সেখানে বৈষম্যহীন পাঠদান কি করে সম্ভব, তা আমার বোধগম্যের বাইরে। পৃথিবীর কোথাও শিক্ষা ব্যবস্থায় এমন হ-য-ব-র-ল অবস্থা আছে কি? এমন প্রশ্ন ছুড়ে দিয়ে তিনি বলেন— এখানে সাধারণ শিক্ষা, মাদ্রাসা শিক্ষা, ক্যাডেট কলেজ, কিন্ডারগার্টেন স্কুল, ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল আরও কত ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান! প্রতিটি স্তরেই এমন অবস্থা। মাদ্রাসা শিক্ষার মধ্যে আবার ভাগ রয়েছে। মাদ্রাসার যে ছেলেটি ৫০ নম্বরের ইংরেজী পরীক্ষা দিয়ে এসএসসি উত্তীর্ণ হলো তাকে সমমান দেয়া হচ্ছে এসএসসি পরীক্ষায় সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে যে দু'শ' নম্বরের ইংরেজী পরীক্ষা দিয়ে পাস করেছে তার সঙ্গে। এই বাস্তবতায় সুষম পাঠদানের কথা বেশ 'সুবচন'। প্রসঙ্গক্রমে এই শিক্ষক বলেন, ক্যাডেট কলেজে একটি ছাত্রের পেছনে রাষ্ট্র যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করে সে তুলনায় গ্রামের একটা ছাত্রের জন্য রাষ্ট্র-সরকার কি করছে? এদেশের কোন সরকার কখনও কি এসব চিন্তাভাবনা করে দেখেছে। তিনি বলেন, 'আমরা সুবচনে সন্তুষ্ট, তাই সবাই আমাদের সন্তুষ্ট করতে পছন্দ করে এবং কথা দিয়ে আমাদের সন্তুষ্ট করতে পারলে তারা নিজেরাও পুলকিত বোধ করেন।'

প্রতিবছর এসএসসি পরীক্ষার ফলের পর ভর্তি হতে দু'তিন মাস সময় লেগে যায়। সেদিক থেকে এবার ফল প্রকাশের মাত্র দু'তিন সপ্তাহের মধ্যে ভর্তি প্রক্রিয়া শেষ হলে তাতে শিক্ষার্থীদের কিছু সময় কম অপব্যয় হবে। সরকারের এই সিদ্ধান্তকে ছাত্র-শিক্ষক অভিভাবকরা তাই স্বাগত জানিয়েছে। তবে ভর্তি পরীক্ষার পরিবর্তে এসএসসির ফলের ভিত্তিতে উচ্চ মাধ্যমিকে ভর্তি প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন কলেজের ছাত্র নেতাদের জন্য সংরক্ষিত ভর্তির কোটা রহিত হবে। এতে কলেজ কর্তৃপক্ষ কিছুটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়তে পারবে।